ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খারেজি

উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ

খারেজি

[উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ]

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায় : খারেজি

প্রথম পরিচ্ছেদ : খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয় ১৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খারেজিদের নিন্দায় বর্ণিত সহিহ হাদিসসমূহ ২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : খারেজিদের পলায়ন এবং ইবনে আব্বাস রা.-এর মুনাজারা-বিতর্ক ৩১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুনাজারার জন্য আলি রা.-এর বের হওয়া এবং কুফায় তাদের সাথে তাঁর আচরণ, পুনরায় তাদের দলত্যাগ ৩৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নাহরাওয়ান অভিযান ৪৯

এক. অভিযানের নেপথ্যে ৪৯

দুই. যুদ্ধের জন্য বাহিনীকে আলি রা.-এর উদ্বুদ্ধকরণ ৫১

তিন. যুদ্ধের সূচনা ৫৪

চার. স্তনের বোটার ন্যায় মাংসপেশী ও বেঁটে হাতবিশিষ্ট লোক! তার হত্যায় আলি রা.-এর বাহিনীতে প্রভাব ৫৬

পাঁচ. খারেজিদের সাথে আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর আচরণ ৫৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আলি রা.-এর যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফেকহি মাসায়িল ৬২

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খারেজিদের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলি ৭০

এক. ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ৭০

দুই. দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ৭৩

তিন. মুসলিম নেতার আনুগত্যের অস্বীকৃতি ৭৫

চার. পাপের কারণে কাফের ফতোয়া দেওয়া এবং মুসলমানদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ মনে করা ৭৬

পাঁচ. রাসুল সা.-কে জালিম আখ্যায়িত করা ৭৮

ছয়. দোষচর্চা ও ভ্রান্ত বলা ৭৮

সাত. কুধারণা ৭৯

আট. মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরমপন্থা ৮০

অষ্টম পরিচ্ছেদ : বর্তমান যুগে খারেজিদের ভ্রান্তি ও বিকৃত চিন্তার কিছু নিদর্শন ৮২
এক. ধর্ম ও ইবাদতের নামে নিজের ক্ষেত্রে চরমপন্থা ও অন্যের জন্য সংকীর্ণতা ৮২
দুই. দম্ভের সাথে আত্মপ্রচার ৮৩
তিন. স্বীয় রায়ের প্রাধান্য ও অন্যকে অজ্ঞ মনে করা ৮৪
চার. হক্কানি আলেমদের বিষোদ্‌গার ও বিদ্বেষ ৮৫
পাঁচ. কুধারণা ৮৯
ছয়. অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি ও উগ্রপন্থা ৯১

দ্বিতীয় অধ্যায় : আলি রা.-এর জীবনের শেষ দিনগুলো ও শাহাদত

প্রথম পরিচ্ছেদ : নাহরাওয়ান অভিযানের ফলাফল ৯৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য আলি রা.-এর উদ্দীপ্তকরণ ও মুআবিয়া রা.-এর সাথে যুদ্ধবিরতির সন্ধি ১০৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শাহাদত প্রার্থনার দুআ ১০৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আমিরুল মুমিনিন রা. তাঁর শাহাদতের বিষয়টি জানতেন ১১১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আলি রা.-এর শাহাদত হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও তাৎপর্য ১১৫
এক. ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠক ১১৫
দুই. ইবনে মুলজিমের যাত্রা ও বিনতে শাজানাহ-এর সাক্ষাৎ ১১৬
তিন. আলি রা.-এর শাহাদতের ঘটনা ১১৯
চার. চিকিৎসককে আলি রা.-এর উপদেশ এবং শুরার আগ্রহ ১২০
পাঁচ. হাসান ও হুসাইন রা.-কে আলি রা.-এর উপদেশ ১২১
ছয়. হত্যাকারীর চেহারা বিকৃত করতে আলি রা.-এর বাধা ১২৪
সাত. আলি রা.-এর খেলাফতকাল, তাঁর বয়স ও কবরের স্থান ১২৯
আট. মুসলমানদের ওপর ভ্রান্ত ও বিকৃত ফেরকার কুপ্রভাব ১৩১
নয়. হিংসুক খারেজিদের মনে প্রকৃত মুমিনদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ১৩২
দশ. মন্দ পরিস্থিতির প্রভাব ১৩৩

প্রথম অধ্যায় : খারেজি

প্রথম পরিচ্ছেদ

খারেজিদের উৎপত্তি ও পরিচয়

বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম প্রচুর নিদর্শন ও পরিচয়ের সাথে খারেজিদের[১] সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে :

- আবুল হাসান আশআরি রাহ. বলেন, নিঃসন্দেহে যারা চতুর্থ খলিফায়ে রাশেদ আমিরুল মুমিনিন সায়্যিদুনা আলি বিন আবি তালিব রা.-এর বিরুদ্ধে খুরুজ (দলত্যাগ ও বিদ্রোহ) করেছে তাদেরকে খারেজি বলা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে এদের বেরিয়ে যাওয়াই 'খারেজি' নামকরণের কারণ। আবুল হাসান আশআরি রাহ. লিখেন, খারেজি নামকরণের হেতু হচ্ছে—যখন হজরত আলি রা. 'তাহকিম' তথা সালিশি চুক্তিনামা মেনে নেন, তখন তারা তাঁর দলত্যাগ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[২]

- ইবনে হাজাম আন্দালুসি রাহ.-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী খারেজি বলতে প্রত্যেক এমন সম্প্রদায়কে বুঝায়, যারা চতুর্থ খলিফা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মতামত কিংবা তাদের রায় গ্রহণ করেছে। তিনি লিখেন, যারা 'সালিশি ব্যবস্থা' অস্বীকার করে, গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে, মুসলিম শাসক ও সাধারণ লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কবিরা গোনাহকারীকে চিরন্তন জাহান্নামি মনে করে, অকুরাইশিদের মাঝে ইমামত বৈধ হওয়ার আকিদার ক্ষেত্রে খারেজিদের সাথে সহমত

---

[১] আভিধানিক অর্থে 'খারেজি' শব্দটি আরবি 'খুরুজ' (الخروج) শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ 'বের হওয়া বা বেরিয়ে যাওয়া'। বহুবচনে 'খাওয়ারিজ' ব্যবহৃত হয়।

[২] *মাকালাতুল ইসলামিয়িন* : ১/২০৭।

পোষণ করে; তারা খারেজি। যদি কেউ উপরোক্ত ছয়টি মৌলিক বিষয়ের সাথে সহমত পোষণ না করে এবং মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান অন্যান্য মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলায় সে বিরোধী, তাহলে তাকে খারেজি বলা হবে না।[৩]

- আল্লামা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ আবদুল করিম শাহরাস্তানি রাহ. খারেজিদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে এমনসব লোকদেরকে খারেজিদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন, যারা যেকোনো কালের শরয়িভাবে স্বীকৃত মুসলমানদের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তিনি খারেজিদের সাধারণ পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও সমাদৃত হক ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা খারেজি। চাই এই বিদ্রোহ সাহাবিগণের যুগে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক বা তাঁদের পরবর্তী তাবেয়িদের যুগে কিংবা তৎপরবর্তী যেকোনো শাসকের যুগে।'[৪]

- ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, খারেজি ওইসব লোক; যারা তাহকিমের ঘটনার প্রেক্ষিতে হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে দলছুট হয়ে যায়। আলি রা., উসমান রা. ও তাঁদের পরিবারবর্গকে গালমন্দ করে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা যদি উপরোক্ত পুতঃপবিত্র সাহাবায়ে কেরামগণকে কাফের বলে, তবে তারা চরমপন্থী গাদ্দার খারেজি।[৫]

  ইবনে হাজার রাহ. অন্যত্র তাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, খারেজি হলো বিদ্রোহীদের একটি দল। দলটি বেদআতি। দীনি বিধান ও মুসলমানদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তাদের খারেজি বলা হয়।[৬]

- আবুল হাসান আল মুলাত্তির অভিমত—সর্বপ্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খারেজি হচ্ছে যারা لا حكم إلا لله 'আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুম নেই'

---

[৩] *আল ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল* : ২/১১৩।
[৪] *আল ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল* : ২/১১৩।
[৫] *তাদইউস সারি ফি মুকাদ্দামাতি ফাতহিল বারি* : ৪৫৯।
[৬] *ফাতহুল বারি* : ২/২৮৩।

বলে স্লোগান তুলেছিল। যারা বলেছিল, 'আলি রা. আবু মুসা আশআরি রা.-কে সালিশ মেনে (নাউজুবিল্লাহ) কুফরি করেছেন। অথচ সালিশের অধিকার কেবল আল্লাহরই।' এরাই খারেজি ফেরকা। তাহকিমের দিন তারা হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলছুট হয়ে যায়। কেননা, তারা হজরত আলি রা. ও হজরত আবু মুসা আশআরি রা.-এর সালিশকৃত কাজ অপছন্দ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে বলে উঠে—لا حكم إلا لله।[৭]

- ড. নাসির আল আকল বলেন, যারা গোনাহের কারণে অন্য মুসলমানকে কাফের বলে এবং অত্যাচারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা খারেজি।[৮]

সারকথা, খারেজি ওই দল; যারা সিফফিন-যুদ্ধে সালিশের সন্ধি মেনে নেওয়ার কারণে হজরত আলি রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এদেরকে খারেজি ছাড়া অন্যান্য নামেও সম্বোধন করা হয়। যেমন : হারুরিয়া[৯], শুরাত[১০], আল মারিকা বা মুহাক্কিমা[১১] ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এরা 'আল মারিকা' ছাড়া অন্যান্য উপাধি নিজেদের জন্য মেনে নিয়েছে। 'আল মারিকা' মেনে না নেওয়ার কারণ হচ্ছে, হাদিস শরিফে বলা হয়েছে—

يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

'তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে ধনুক শিকার ভেদ করে বেরিয়ে যায়।'[১২]

কতেক ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খারেজিদের উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় ঘটেছে। এসব আলেম প্রথম খারেজি হিসেবে আখ্যায়িত

---

[৭] *আততাম্বিহ ওয়াররাদ্দু আলা আহলিল আহওয়ায়ি ওয়াল বিদয়ি* : ৪৭।

[৮] নাসির আল আকল প্রণীত *আল খাওয়ারিজ* : ২৮।

[৯] কারণ তারা সর্বপ্রথম হারুরা-নামীয় এলাকায় সমবেত হয়েছিল।

[১০] শুরাত মানে বিক্রয় হয়ে যাওয়া। ওরা নিজেদের ব্যাপারে বলে—আমরা আল্লাহর আনুগত্যের লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছি।

[১১] এই নামকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা তাহকিকের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং لا حكم إلا لله-এর স্লোগান তুলেছে।

[১২] *মাকালাতুল ইসলামিয়িন* : ১/২০৭।